بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৫ ডিসেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো মরিশাসের ওয়াকফে নও সদস্যবৃন্দ

MAKHZAN
TASAWEER
IMAGE LIBRARY

“বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি জড়িত হোক বা না হোক, বিভিন্ন দেশের মানুষ দুর্ভোগের শিকার হবে।”
- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৩ ডিসেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো মরিশাসের ওয়াকফে নও পুরুষ সদস্যবৃন্দ।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ওয়াকফে নও সদস্যবৃন্দ রোজ হিলে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত মরিশাসের জাতীয় সদর দপ্তর *দারুস সালাম মসজিদ কম্‌প্লেক্স* থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও অনুবাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়, যার পর একটি নযম (ধর্মীয় কবিতা) পরিবেশন করা হয় এবং মরিশাসে ওয়াকফে নও বিভাগের কর্মকাণ্ডের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়।

এক ঘণ্টার এ সভার বাকি সময় ওয়াকফে নও সদস্যবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াবলী নিয়ে হুযূর আকদাসের নিকট বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয় শিশুদের পক্ষে কীভাবে তাদের নিজেদের ফোন বা ট্যাবলেট-এর প্রতি আসক্ত হওয়া থেকে বাঁচা সম্ভব।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি অনুধাবনের এবং অগ্রাধিকারের একটি বিষয়। প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের অনুধাবন করা উচিত যে, তার মূল দায়িত্ব দৈনিক পাঁচ বেলার নামায পড়া - কেবল নামায পড়ার উদ্দেশ্যে নয়, বরং আল্লাহ তা’লার ভালোবাসা অর্জন করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং, যখন আপনারা অনুধাবন করবেন যে, আপনাদের অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তা’লার ইবাদত করা, তখন আপনারা এই মূল উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দান করবেন।

MAKHZAN TASAWEER
IMAGE LIBRARY

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“তাদের সন্তানরা কী করছে তার ওপর পিতা-মাতারও সকল সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। ১০ বছর বয়সের কোন শিশুর দৈনিক এক ঘণ্টার বেশি মোবাইল ফোন বা অনলাইন গেম খেলায় ব্যয় করা উচিত নয়। বাইরের খেলাধুলা অনেক ভালো, কেননা সেগুলো আপনাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সহায়ক। সুতরাং, এটি পিতা-মাতার দায়িত্ব তারা যেন দৃষ্টি রাখেন যে, তাদের সন্তানেরা মোবাইল ফোনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করে, এবং ভালোবাসা ও সহৃদয়তার সঙ্গে তাদেরকে অনুধাবন করান যে, তাদের জীবনের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, আর তাই অনলাইন গেম খেলায় তাদের সময় নষ্ট না করে তাদের উচিত সেই উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।”

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে মরিশাসের মত একটি দ্বীপ কী কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে, এ সম্পর্কেও হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“ভবিষ্যতের কোন বিশ্বযুদ্ধে মরিশাস সরাসরি জড়িত থাকুক বা না থাকুক, এতে তেমন কিছু আসে যায় না; কেননা, আজকের দিনে পুরো পৃথিবী এক বৈশ্বিক পল্লীতে রূপ নিয়েছে, আর সকল দেশ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, যদি একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, আর এমন কোন খাদ্য পণ্য থেকে থাকে, যা আপনারা আমদানি করে থাকেন, তবে সেই খাদ্য আমদানি করতে আপনাদের বেগ পেতে হবে। যদি কোন দেশের সাথে আপনাদের বাণিজ্য থাকে, যা বিশ্বযুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত এবং তাদের অর্থনীতি যদি বিপন্ন হয়, তাহলে মরিশাসের ওপরও তার প্রভাব পড়বে। সুতরাং, বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি জড়িত হোক বা না হোক, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ যুদ্ধের কারণে ভোগান্তির শিকার হবেন।”

আরো আলোচনা করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এই পরস্পর নির্ভরশীলতার অর্থ এই যে, প্রত্যেক দেশ ভোগান্তির শিকার হবে; কেননা, অর্থনৈতিকভাবে পুরো বিশ্ব সংকটটি অনুভব করবে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকট মরিশাসকেও প্রভাবিত করেছিল। যদিও মরিশাসে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা খুবই কম, তবুও মরিশাস প্রভাবিত হয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে যেমন ছিল অর্থনীতি, আজ তেমনটি নেই। সুতরাং, বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং পরে অনুরূপ ঘটনাই ঘটবে।”

MAKHZAN
TASAWEER
IMAGE LIBRARY

আর একজন তরুণ ওয়াকফে নও সদস্য হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, কোন দেশের রাজনীতিবিদগণ যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন, তবে তাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদি আপনারা মনে করেন যে, আপনাদের নেতৃবৃন্দ এবং সরকার তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না, তবে আপনাদের উচিত আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ভালো মানুষদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করা, আর সরকারে এমন লোকদের নিয়ে আসা, যারা দুর্নীতিগ্রস্ত নয় - যারা সৎ এবং দেশের প্রতি বিশ্বস্ত।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“যদি আপনারা কাউকে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মপরায়ণ এবং দেশের জন্য আন্তরিক ও বিশ্বস্ত বলে জানেন, তাহলে আপনার ভোটাধিকার তার অনুকূলে ব্যবহার করুন। কিন্তু, যদি রাজনীতিবিদদের মধ্যে এমন ব্যক্তি পাওয়া খুবই দুষ্কর হয়, যিনি সৎ ও দেশের প্রতি বিশ্বস্ত, তখন একমাত্র সমাধান এই যে, আপনার নিজের নির্বাচনে দাঁড়ানো উচিত এবং দেশের পুরো রাজনৈতিক পরিমণ্ডল পরিবর্তন করে এর উন্নয়নের লক্ষ্যে চেষ্টা করা উচিত।”

MAKHZAN
TASAWEER
IMAGE LIBRARY

MAKHZAN-E-TASAWEER

পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও বলেছেন যে, মহাবিশ্বে আরো বহুল সংখ্যক গ্যালাক্সি রয়েছে আর এটা খুবই সম্ভব যে, অন্যান্য গ্যালাক্সির বা গ্রহের কোনটিতে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে আমরা সেগুলোর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে এখন জানি না। অনেক আলেম বলে থাকেন যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এমন এক সময় আসবে যখন অন্য গ্রহগুলো থেকে আমাদের পৃথিবীতে কোন সিগনাল (বার্তাবাহী তরঙ্গ) আসবে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। কিন্তু তা কীভাবে হবে, এবং কবে হবে, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে সেখানে (মহাকাশে) প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে।”

আরেকজন প্রশ্নকারী জানতে চান, সাম্প্রতিক মার্কিন নির্বাচন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে হবে তার উপর কোন প্রভাব ফেলবে কিনা।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদি আল্লাহ্র পরিকল্পনায় কোন বিশ্বযুদ্ধ থেকে থাকে এবং তা অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন হলো, কি হলো না, তাতে কিছু আসবে যাবে না। তবে, যদি রাজনীতিবিদগণ বিচক্ষণ হন, তাহলে একে বিলম্বিত করা সম্ভব। কিন্তু পরিণামে, যেভাবে বিশ্ববাসী তাদের দায়িত্বকে ভুলে যাচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার প্রদত্ত শিক্ষার অনুসরণ করছে না, আল্লাহ্ তা'লার এবং অন্যান্য সৃষ্টির অধিকার আদায় করছে না, তাতে আল্লাহ্ তা'লার রোষানল এবং শাস্তি এক বিশ্বযুদ্ধের রূপে আবির্ভূত হতে পারে। এতে কিছু আসে যায় না যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে - বাইডেন, ট্রাম্প বা অন্য কেউ।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“তবে আমাদের দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ তা'লা আমাদের ওপর দয়া পরবশ হন, এবং আমাদের জীবদ্দশায় এমন যুদ্ধ সংঘটিত না হয়, আর আল্লাহ্ তা'লা যেন মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তন করে দেন, যেন তারা ইসলামের শিক্ষাকে এবং আল্লাহ তা'লা যা বলেন সেগুলো গ্রহণ করেন। নতুবা, বর্তমান পরিস্থিতিতে, মনে হচ্ছে যেন, প্রেসিডেন্ট যিনিই হন না কেন, এটি অবধারিত। কবে? আল্লাহ্ই ভাল জানেন।”

হুযূর আকদাসকে লোভ এবং একে দমনের উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

এক বিস্তারিত উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহ তা'লা বলেন যে, আপনাকে সন্তুষ্ট হতে হবে। সন্তুষ্টিই বড় বিষয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন যে, যখন তোমরা কাউকে দেখবে, যিনি ধার্মিক ও খোদাভীরু, যিনি আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করে চলেন, তখন তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করুন এবং আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া করা করুন যে, তিনি যেন

আপনাকেও সেই মর্যাদা দান করেন, আর এর জন্য আপনারও আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু, যদি আপনারা কোন বৈষয়িক ব্যক্তিকে দেখেন, যিনি অত্যন্ত ধনী, বরং কোটিপতি, কিন্তু যিনি অপরাপর সৃষ্টির প্রতি তার দায়িত্ব পালন করছেন না, বরং কেবল অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছেন আর অন্যের অধিকার হরণ করছেন, তাহলে আল্লাহ্ তা’লার কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আপনাকে এমনটি থেকে রক্ষা করেন। আর তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকুন।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এ সম্পর্কে আরও বলেন:

“আজ যেহেতু মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠই পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে মত্ত, তাই তারা তাদের স্রষ্টার প্রতি তাদের দায়িত্ব ভুলে গিয়েছে। এ কারণেই তারা লোভী। যদি তারা তাদের স্রষ্টার প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হতো, তারা এমন আচরণ করতো না। সুতরাং আহমদী মুসলমান হিসেবে এই পতাকা নিয়ে এই বাণী দেশজুড়ে, বরং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য যে, আল্লাহ তা’লা এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার আমাদের সকলের আদায় করা উচিত।”

দোয়ার মাধ্যমে হুযূর আকদাস ভার্চুয়াল সভাটি শেষ করেন।